দৈনিক সংবাদ
তারিখ AUG. 02 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ...

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাধারণ ছাত্রঐক্য ব্যানারে' ছাত্রছাত্রীরা ধর্ষণকারী ও হল দখলকারীদের গ্রেফতারসহ ৪ দফা দাবিতে ঢাকা-আরিচা সড়ক অবরোধ করে —সংবাদ

জা'নগর ভার্সিটি

ক্যাম্পাসের পুরো নিয়ন্ত্রণে সন্ত্রাসীরা কর্তৃপক্ষ চুপ □ ছাত্ররা রাজপথে

জাঃ বিঃ থেকে কৈলাস সরকার/রাশেদ মেহেদী ঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের 'ধর্ষণকারী গ্রুপ' হিসেবে পরিচিত মহিবুল্লাহ গ্রুপ ক্যাম্পাসে পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

৪ দফা দাবিতে সাধারণ ছাত্রঐক্য গতকাল সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৮ ঘন্টা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে।

গতকাল সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন হলে মহিবুল্লাহ গ্রুপের সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র অবস্থায় পাহারা দিচ্ছে। পুরনো ঢাকা এবং মিরপুর এলাকার সন্ত্রাসীরা তাদের সহায়তায় রয়েছে। প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাওয়ায় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভূতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করছে। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে অবস্থানকারী সন্ত্রাসীদের ভয়ে তাদের নিজ নিজ হলে ফিরতে পারছে না। তারপরও তারা ঘোষণা করেছে তাদের ৪ দফা দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

জাহাঙ্গীরনগর, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। ঢাকা-আরিচা বাস-ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতিও একই দাবিতে উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

গত শুক্রবার রাতে ছাত্রলীগের 'ধর্ষণকারী গ্রুপ', 'খুনি গ্রুপ' বলে পরিচিত কাঁকর গ্রুপের সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করে। মহিবুল্লাহ গ্রুপের সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসের দখল নেয়ার পর তারা বর্তমানে আ. ফ. ম কামাল উদ্দিন হল, ভাসানী হল এবং শহীদ সালাম বরকত হলে দিনরাত সশস্ত্র অবস্থায় পাহারা দিচ্ছে। ধর্ষণের জা'নগর ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৮

জা'নগর ঃ নিয়ন্ত্রণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দায়ে অভিযুক্ত রফিক, কবির, নাঈম, বরকত, মিরাদুলসহ ৭/৮ জনকে ক্যাম্পাসে দেখা গেছে। সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন হলের গেট গতকাল সকাল ১০টা পর্যন্ত বন্ধ করে রাখে।

সাধারণ ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন, ধর্ষণকারী মহিবুল্লাহ গ্রুপের সন্ত্রাসীরা তাদেরকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়েছে। কোন আন্দোলন করলে পরিণতি খারাপ হবে বলেও হুমকি দিয়েছে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সৈকত শুভ্র আইচ মনন জানান, সন্ত্রাসীদের ভয়ে আন্দোলনকারী ছাত্ররা কেউ তাদের নিজ নিজ হলে ফিরতে পারছে না। প্রায় ৯৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী ইতোমধ্যে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছে।

সাধারণ ছাত্রঐক্যের কয়েকশ' ছাত্রছাত্রী গতকাল দিনব্যাপী ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবারোধ করে রাখে। তারা ব্যারিকেড সৃষ্টি করে দিনভর মহাসড়কের উপর বসেছিল। এ সময় তারা থেমে থেমে ক্যাম্পাস এবং মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচিশেষে তারা জানিয়েছে, আজ সোমবার ও আগামীকাল মঙ্গলবার হরতালের কারণে অবরোধ কর্মসূচি আপাতত স্থগিত, হরতালের পরে তারা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা দেবে।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আজ সোমবার এবং আগামীকাল মঙ্গলবার প্রতিদিন দু'ঘন্টা করে তারা প্রশাসনিক কার্যালয় ঘেরাও এবং বিক্ষোভ করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও চুপচাপ, কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি। ক্যাম্পাসে অসংখ্য বহিরাগত সন্ত্রাসী সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করলেও ক্যাম্পাসের কোথাও পুলিশ মোতায়েন করা হয়নি।

উপাচার্য অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ ক্যাম্পাস পরিস্থিতি সম্পর্কে কারো সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন না। সাংবাদিকরা সারাদিন তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে এক পর্যায়ে তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য করবেন না। আর ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ সম্পর্কে তিনি বলেন, মহাসড়ক ক্যাম্পাসের বাইরে। অবরোধ ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত নয় বলে দায়-দায়িত্ব সরকারের।

কর্তৃপক্ষ আগামী ৭ই আগস্ট পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত করেছে। আর ছাত্রছাত্রীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন করেছে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গাড়ি যাতায়াত করেনি। দুপুর ১২টার দিকে শিক্ষকদের একটি বাসে শিক্ষকরা রওনা দিলে অবরোধকারী ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের নামিয়ে দিয়ে বাসটি আটক করে রাখে। পরে শিক্ষকরা পায়ে হেঁটে অন্য গাড়িতে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন।

বর্তমানে ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণকারী ধর্ষণকারী মহিবুল্লাহ গ্রুপের অন্যতম নেতা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জাহাঙ্গীরনগর শাখার সভাপতি নুরুজ্জামানের সাথে কথা হয়। ক্যাম্পাসে বহিরাগত আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ছাত্রলীগের দায়[illegible] বহিরাগত ক্যাম্পাসে নেই [illegible]